OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 62 - 70
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কৃত্তিবাস পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে রামকথা

ড. মর্জিনা খাতুন
সহকারি অধ্যাপক, রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ
রাণীগঞ্জ, পশ্চিম বর্ধমান
Email ID: marjinakhatun050@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Ramayana, Pre-Krittibas, Krittibas, Bengali Literature, Folk tales, Rhymes, Oral traditions, Cultural practices.

Abstract
To the Bengali populace, the Ramayana is synonymous with Krittibasi Ramayana. It is Krittibas's rendition of the epic that is revered and read with devotion in Bengali households even today. Krittibas, believed to have lived in the fifteenth century, holds a unique position in literary history, as no evidence of a complete Ramayana composed in Bengali exists prior to his work. In essence, it was Krittibas who pioneered the tradition of retelling the Ramayana in the Bengali language. This raises a compelling question: what inspired Krittibas to undertake such a monumental task in the absence of a pre-existing Bengali model? Those familiar with Krittibas recognize him not only as a learned scholar but also as someone deeply attuned to the social and cultural ethos of his time. A man of such insight would not have embarked on this endeavor impulsively. Rather, he must have been acutely aware of the Bengali people's emotional and spiritual connection to the Ram narrative, even if a complete textual tradition was absent. While a unified Bengali Ramayana may not have existed before him, fragments of the epic had long permeated everyday life—through folk tales, rhymes, oral traditions, and cultural practices. The Bengali psyche was already steeped in the essence of Rama's story. In this article, I attempt to reconstruct how the tales of Rama permeated pre-Krittibas Bengal, exploring the forms and channels through which Ramkatha (the story of Rama) thrived in the cultural and social landscape of the Bengali people long before it found its definitive literary expression.

Discussion

ভূমিকা : বাঙালির ঘরে ঘরে বহুল পঠিতব্য রামায়ণ বাল্মীকির নয়, কৃত্তিবাসের রচিত। বলা যায় রাম কথাকে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তিনিই পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম বাল্মীকির রামকথাকে বাঙালির ঘরের কথায় পরিণত করেন। অর্থাৎ এককথায় রামকথাকে তিনি জনসমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। তবে সুদূর প্রাচীনকালেও রামায়ণের জনপ্রিয়তা বাংলাতে কোন অংশে কম ছিল না। অর্থাৎ বাঙালি একেবারে রামায়ণ সম্পর্কে অনবহিত ছিল তা নয়। বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের গঠন প্রকৃতি ও বিষয় বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কৃত্তিবাসের পূর্বেও বাংলায় রামায়ণ চর্চার একটা সমৃদ্ধ ধারা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বহমান ছিল। শিষ্ট সাহিত্যের ভাষা যখন সংস্কৃত ছিল তখনও বাঙালি কবির লেখনীর বিষয় হয়েছে রামায়ণ। আবার অনেকসময় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে রামায়ণে ঘটনাবলী। প্রাদেশিক ভাষা তথা বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার প্রাক্ পর্বে যখন কবিরা নিজেদের মাতৃভাষায় টুকরো টুকরো আকারে ছড়া বা কবিতা রচনা করেছেন তখনও কখনো কখনো রামায়ণকে বিষয় করেছেন। আবার যে সব রচনা মৌখিক ছিল যেমন- ছড়া, লোকসঙ্গীত, লোককথা, পটুয়া সঙ্গীত সেগুলোতেও রামায়ণ বিষয় হিসেবে এসেছে। যদিও কালের গ্রাসে পতিত হয়ে সেগুলো আজ আর পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যকীর্তির নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় যে বাংলার জনসমাজে রামায়ণের জনপ্রিয়তা বহু প্রাচীন তা হঠাৎ করে প্রাপ্ত নয়।

(১)

সংস্কৃত ভাষায় বাঙালির রচিত প্রথম রামচরিত গ্রন্থ অভিনন্দের লেখা। তাঁর কাব্যের নাম 'রামচরিত'। তবে কাব্যে রামের মাহাত্ম্যের তুলনায় দেবীর মাহাত্ম্যই বেশি কীর্তিত হয়েছে। তিনি হনুমানের মুখ দিয়ে দেবীর স্তব করিয়েছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর নামেও একখানা 'রামচরিত' কাব্য পাওয়া যায়। তাঁর পরিচয় তিনি রামপালের মহামন্ত্রী এবং প্রজাপতি নন্দীর পুত্র। তিনি কাব্যে নিজেকে 'কলিকাল-বাল্মীকি' নামে অভিনন্দিত করেছেন। কাব্যটির বিষয় এক অর্থে রামের কাহিনি অন্য অর্থে রামপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারি দ্বিতীয় গোপাল ও মদনপালের ইতিহাস। রামায়ণ শুধু কাব্যের বিষয় নয় অনেক সময় নাটকের বিষয়ও হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দির দিকে লেখা মুরারি মিশ্রের 'অনর্ঘ রাঘব' রামায়ণের বিষয় অবলম্বনে লেখা। এছাড়া 'মারীচবধ্বিতক' 'কেকয়ীভরত' 'কৃত্যারাবণ' এবং বালিবধের কাহিনিও রামায়ণ থেকে গৃহীত।

শুধু সংস্কৃত নয় বাঙালির অবহট্ট ভাষাতেও রচিত সাহিত্যকীর্তির নিদর্শন মেলে এবং অবহট্ট ভাষাতেও যখন তাঁরা সাহিত্য চর্চা করছেন তখনও প্রসঙ্গ ক্রমে রামায়ণের ঘটনা এসেছে। নবম শতাব্দি থেকে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দির আরম্ভ পর্যন্ত পশ্চিমে গুজরাট থেকে আরম্ভ করে পূর্বে বাংলা পর্যন্ত নবীন আর্যভাষার প্রাদেশিক রূপ লাভের পূর্বে অপভ্রংশের অর্বাচীন রূপ অবহট্ট বা অপভ্রষ্ট প্রচলিত ছিল লোকসাহিত্যের ভাষারূপে, সংস্কৃতের হীন বিকল্প ভাবে।[১] খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দির দিকে সংকলিত 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' অপভ্রংশ-অবহট্ট ছন্দোনিবন্ধ গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা ও গান পাওয়া যায়। গ্রন্থের আশীর্বচন পুষ্পিকায় রাধাকৃষ্ণ, হর-গৌরী, গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবীর বন্দনার সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনাও পাওয়া যায়। অর্থাৎ রামের মাহাত্ম্য বহু পূর্ব থেকেই বাংলায় ছিল। তবে এই রাম কোন ক্ষত্রিয় যুবরাজ নন তিনি একজন বিঘ্নহন্তা, বিপদতারণ। বাঙালি নিজের মত করে রামকে অঙ্কন করেছেন -

"দীহা বীহা কামো রামো।
জহা জুঝঝে সুভভং দেউ।।"[২]

অর্থাৎ হে পরম পুরুষ পরম সুন্দর রাম, যেখানে দুঃখ যেখানে যুদ্ধ বা জীবন সংগ্রাম সেখানেই তুমি চির মঙ্গলময়ী রূপে বিরাজ কর।

"বপ্পঅ উত্তি সিরে জিণি লিজ্জিঅ
তেজ্জিঅ রজ্জ বণন্ত চলে বিণু
সোঅর সুন্দরি সঙ্গহি লগগিঅ
মারু বিরাধ কবন্ধ তহা হণু।
মারুই মিল্লিঅ বালি বহিল্লিঅ
রজ্জ সুগীবহ দিজ্জ অকন্টঅ
বন্ধু সমুদ্দ বিণাসিঅ রাঅণ
সো তুহ রাহব দিজ্জউ ণিবভঅ।।"[৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ 'বিজ্ঞ যিনি বাপের উক্তি শিরে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে বনান্তে চলেছেন, সোদর ও সুন্দরী সঙ্গে নিয়েছেন; যিনি বিরাধকে মেরেছিলেন, কবন্ধকে হত্যা করেছিলেন, মারুতির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, বালি বধ করেছিলেন, অকন্টক রাজ্য সুগ্রীবকে দিয়েছিলেন, সমুদ্র বন্ধন করেছিলেন, রাবণকে বিনাশ করেছিলেন, সেই রাঘব তোমাদের নির্ভয় দান করুন।'

(২)

বাঙালির রামায়ণ চর্চার ধারা অব্যাহত ছিল সেন রাজত্বকালেও। রাজসভা এবং সামন্তসভাতে গীত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান। শুধু যে রাজসভাতে রামকাহিনির চর্চা হয়েছে তা নয়, সমাজের নিম্নস্তরেও দেশীয় ভাষার লোকসাহিত্যে রামের কাহিনি, কৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং মনসা, চণ্ডী ও ধর্ম দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনি প্রচলিত ছিল। তবে এ বিষয়ে জোর দিয়ে বলার মত নিরেট কোন তথ্য প্রমাণ আজ আর আমাদের হাতে নেই। তথ্য প্রমাণ না থাকলেও পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের গঠন প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে এই সময়ে মনসার কাহিনি, ধর্মের কাহিনি, চণ্ডীর কাহিনি ইত্যাদি দেশীয় বিষয় এবং রামায়ণ কাহিনি ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনি গানে, পাঁচালিতে, নৃত্যে ছোটবড়ো উৎসব উপলক্ষে পরিবেশিত হত। অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতের উপাদান কোন না কোনভাবে বাঙালির সমস্ত সাহিত্যকৃতিতেই মিশেছে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য লক্ষণ সেনের মন্ত্রী হলায়ূধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া' গ্রন্থটি। যদিও গ্রন্থটিকে নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক রয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বাদশতম পরিচ্ছেদে ফকির সাহেব জালালুদ্দীন তাব্রিজি লক্ষণ সেনের মন্ত্রীকে কর্মের পরিণতি সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে রামের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন -

"সেক- রাম রাজা বর্ত্তে ইন্দ্র বর্ষে জল।
যে বৃক্ষ রোয়ে সে অবশ্য ধরে ফল।।"[৪]

সংস্কৃত ভাষা এবং অপভ্রংশ ও অবহট্ট ভাষায় রচিত সাহিত্য তো বটেই পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যও রামায়ণের কাহিনির এবং রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। কৃত্তিবাসের আগে বাংলা ভাষায় হয়ত আমরা সম্পূর্ণ রামায়ণ পাইনি তবে রামায়ণের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের আদিলগ্ন থেকেই ছিল। এর প্রমাণ আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য খুঁটিয়ে পাঠ নিলেই লক্ষ্য করি। চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল সর্বত্রই কখনো কাহিনিতে কিংবা কখনো চরিত্রের উপর রামায়ণের প্রভাব পড়েছে।

(৩)

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধন সংক্রান্ত তত্ত্ব ছোট ছোট পদের আকরে গ্রথিত হয়েছে এখানে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে চর্যাপদের সঙ্গে রামায়ণের দূর দূরান্তের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ দুটোর বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে চর্যাপদের পদগুলির পাঠ নিলে দেখা যায় অনেক পদ বিশেষ করে সেই পদগুলির অন্তর্নিহিত অর্থের সঙ্গে মিল রয়েছে রামায়ণের। অবশ্য সবটাই যে বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে মেলে তা নয়। অনেক সময় যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণের প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে বাংলা সাহিত্যে পড়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে বাঙালি শুধু বাল্মীকি রামায়ণ সম্পর্কে অবহিত ছিল না। বাল্মীকির পাশাপাশি আরও বিভিন্ন ধরনের রামায়ণের সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচয় ছিল। দু-একটি উদাহারণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। যেমন- যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণের এক অংশে বলা হচ্ছে -

"ইদং প্রমার্জিতং দৃশং ময়া চাত্রাহমাস্থিতঃ।
এতগেবাক্ষয়ং বীজং সমাধৌ সংসৃতিস্মৃতেঃ।।
সতি ত্বস্মিন্ কুতো দৃশ্যে নির্বিকল্পসমাধিতা।
সমাধৌ চেতনত্বন্তু তূর্য্যঞ্চাপুযপপদ্যতে।।
ব্যুত্থানে হি সমাধানাৎ সুষুপ্তান্ত ইবাখিলম্।
জগদঃখমিদং ভাতি যথাস্থিতমখণ্ডিতম্।।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ- জ্ঞাননিরপেক্ষ সবিকল্প সমাধি দ্বারা দৃশ্যমার্জন হয়, তা মনে কর না। কারণ এই সমাধিকালেও সংসারের সংস্কার থাকে। সমাধিকালেও "আমি দৃশ্য দেখিতেছি না" এ রূপ বোধ সংস্কার বিদ্যমান থাকে। সেই জন্য সমাধি ভঙ্গের পর তার স্মরণ হয়। সেই স্মরণ পুনঃ সংসারের অক্ষয় বীজ এবং সেই পুনঃপুনঃ সংসারাঙ্কুর প্রসব করে। নির্বিকল্প সমাধিতে দৃশ্যমান উত্থিত হলেও পুনর্বার পুর্ববৎ অখণ্ডিত দুঃখ-পরিপূর্ণ জগৎ প্রতিভাত হয়। একই ভাবনার অনুরণন যেন আমরা শুনতে পাই লুই পাদের চর্য্যায় –

"সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই/ সুখ দুঃখেতেঁ নিচিত মরিঅই"[৬]

অর্থাৎ সমাধি দ্বারা কিছু হয় না। কেবল সুখ দুঃখ ভোগ করে মরতে হয়। যো.রামায়ণ বলছে –

"আমি জাত, আমি মৃত, আমি জীবিত এ সকল কুকল্পনা। বস্তুতঃ কেহই জাত অথবা মৃত হয় না (পুমান্ মৃতোস্মি জাতো'স্মি জীবামীতি কুদৃষ্টয়ঃ।/ চেতসো বৃত্তয়ো ভান্তি চপলস্যাসদুত্থিতাঃ।/ ন কশ্চনেহ ম্রিয়তে জায়তে ন কশ্চন।"[৭]

৪১ সংখ্যক চর্য্যা যেন একই ভাবনার প্রতিধ্বনি - "ভব জাই ণ আবই এসু কোই,"[৮] অর্থাৎ এই পৃথিবীতে কিছু আসেও না, এবং এখান হইতে কিছু যায়ও না। পণ্ডিতদের মতে আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দিতে যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ রচিত হয়েছিল। আর চর্যাপদ সম্পর্কে পণ্ডিতবর্গের অনুমান এগুলি খ্রিস্টিয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দির মধ্যে রচিত। অর্থাৎ বাংলা ভাষা সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর্বে।

(৪)

অর্থাৎ বলা যায় বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকে রাম এবং রামায়ণ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কৃত্তিবাসের পূর্বে সম্পূর্ণ রামকাহিনি দেশীয় ভাষায় কোন বাঙালি কবির রচনাই পায়না ঠিকই তবে বাংলায় যে রামকাহিনি জ্ঞাত ছিল তার প্রমাণ আমরা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকেই পাচ্ছি। আদি-মধ্য যুগ পর্বে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম কাহিনি অবলম্বনে রচিত। কিন্তু কবি কাব্যের শুরুতে রাধা-কৃষ্ণকে রাম-সীতার অবতার রূপে দেখিয়েছেন। এই কাব্যেরই কালীয়দমন খণ্ডে বলভদ্র কৃষ্ণকে পূর্বকথা স্মরণ করাতে গিয়ে রামের প্রসঙ্গ এনেছেন -

"বামনরূপে তোহেম বলিক ছলিলে।
পরশুরাম রূপে ক্ষত্রিয় নাশ কৈলে।।
শ্রীরাম রূপে তোহেম বধিলে রাবণ।
বুদ্ধরূপে ধরিআ চিন্তিলে নিরঞ্জন।।"[৯]

শ্রীকৃষ্ণ নিজে রামচন্দ্রের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন কল্পনা করে শ্রী রাধিকাকে বলেছে -

"রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম
আহ্মার শুন তোহ্মে কথা।
সপুত্র বান্ধবে বাড়ে লঙ্কার রাবণে ল।
তাহার কাটিলো দশমাথা।।
রাধা ল। আহেম চিত্ত নেবারিল তোরে।
বাপ বসুল মাত্র দৈবকী ইল মোরে।।"[১০]

এছাড়া কাব্যের মধ্যে বিভিন্ন অনুসঙ্গে রাম-সীতার কথা এসেছে। শ্রীকৃষ্ণের কাছে বড়ায়ি রাধার কথা বলতে গিয়ে এক জায়গায় সীতার প্রসঙ্গ এনেছে—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"আযোড় যোড়ন আহ্মে করিবাক পারী। সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী।।"[১১]

তবে বড়ায়ি এখানে কিছুতেই রাধাকে সীতার সম মর্যদা দিতে রাজি নয়। তার মতে রাধিকা কি সীতার মত সতী নারী যে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। রাধাবিরহ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে মথুরায় চলে গেলে রাধা আক্ষেপের সঙ্গে যুক্তিস্বরূপ সীতার কথায় বলেছে -

"বিণি দোষে কেহ নাহি তেজে রমণী।
সীতারামে দুঃখ পাইল শুন চক্র পাণি।।"[১২]

দূতি প্রসঙ্গে এসেছে হনুমানের কথা –

"রাম কাজে হনুমন্তা। তেহেন আহ্মার দূতা।"[১৩]

অর্থাৎ পুরো কাব্য জুড়েই লক্ষ্য করা যায় রামায়ণের প্রভাব।

(৫)

বাংলায় রামায়ণের জনপ্রিয়তা এত ব্যাপক ছিল যে কোন কবিই এই প্রভাব থেকে বেরোতে পারেননি। হয়তো অনেক সময় সরাসরি রাম কাহিনি থেকে কোন চরিত্র বা ঘটনা নিচ্ছেন না কিন্তু কোথাও না কোথাও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে বলতে হয় মঙ্গলকাব্যগুলির কথা। যেমন মনসা বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা যখন বেহুলা বা ফুল্লরার দুঃখের বর্ণনা পড়ি তখন আমাদের মনে পড়ে যায় জনক নন্দিনী সীতার দুঃখের কথা। আবার যখন কবিরা দৃঢ়, অনমনীয় পৌরুষ চরিত্র চাঁদসদাগরকে অঙ্কন করেন তখন আমরা যেন মিল খুজেঁ পাই রাবণের সঙ্গে। আবার শঙ্কর গারুড়ীর কাহিনিও মিলে যায় হনুমানের কাহিনির সঙ্গে। আবার কখনো কখনো রামায়ণের মন্থরা হাজির হয় চণ্ডিমঙ্গলে দূর্বলা রূপে। যে খুল্লনাকে পরামর্শ দিয়েছে সতীন ফুল্লরাকে কিভাবে স্বামীর চোখে বিষ করতে হবে।

(৬)

বৈষ্ণব পদকর্তারাও রামায়ণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। আমরা পঞ্চদশ শতাব্দিতে মূলত দুইজন বৈষ্ণব পদকর্তার সন্ধান পাই। একজনের নাম বিদ্যাপতি এবং অপরজন চণ্ডীদাস। এই দুই কবির মধ্যে বিদ্যাপতি যিনি বাংলা সাহিত্যে ভীষণ পরিচিত নাম তিনি বাঙালি নন। জন্মসূত্রে তিনি মৈথিলি। কিন্তু তাঁর রচনাবলী বাংলার এবং বাঙালির সম্পদ। তাঁর রচিত পদাবলী বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর খ্যাতি মূলত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনায়, তবে তিনি বেশ কয়েকটি পদ রাম-সীতাকে নিয়েও রচনা করেছেন। সীতা বিষয়ক 'জানকী বন্দনা' তাঁর বিখ্যাত পদ। এই পদে তিনি বর্ণনা করেছেন সীতর জন্ম, বিবাহ ও পাতাল প্রবেশের কথা—

"হে নর নাহ সতত ভজু তাহী।
তাহি, নহি জননী জনক নাহী জাহী।।
বসু নই হরা সুসুরাকে নাম।
জননিক সির চড়ি গেলি বহি গাম।।
সাসুক কোর মেঁ সুজল জন্মায়।
সমধি বিলহ তৌ বিলহন জায়।।
জাহি ওদর সে বাহর ভেলি।
সে পুনি পলটি ততয় চলি গেলি।।
ভন বিদ্যাপতি সুকবী ভান।
কবিকে কবি কঁহ কবি পহচান।।[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রাধার বিরহ বিষয়ক পদের মত সীতার বিরহ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন—

"কুসুম রস অতি মুদিত মধুকর
কোকিল পঞ্চম গাব।
ঋতু বসন্ত বিদেস বালভ্
মানস দহো দিস ধাব সাজনিআ।
তেজল তেল তমোল তাপন
সপন নিসি সুখ রঙ্গ।
হেমন্ত বিরহ অনন্ত পবিতা
সুমরি সুমরি পিয়া সঙ্গ সাজনিয়া।।
মোর দাদুর সোর অহনিসি
ররিস বুঁদ সবুন্দ।
বিসম বারিস বিনা রঘুবর
বিরহিনি জীবন অন্ত সাজনিআ।।
সুমুখি ধৈরজ সকল সিধি মিল
সুনহ কত সুবণি।।
সিসির শুভদিন রাম ঋঘুবর আগুব।
তুআ গুণ জানি সজনিআ।।"[১৫]

রাবণের আক্ষেপোক্তি বিষয়ক পদও রচনা করেছেন তিনি। শিব-দুর্গার ভক্ত রাবণ জানেন যতক্ষণ শিব-দুর্গা তার সহায় ততক্ষণ পযর্ন্ত রামের কাছে অপরাজেয় তিনি। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে তার জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজিক মুহূর্ত। শিব-দুর্গাও তাকে ছেড়ে চলে যায়। শুরু হয় রাবণের পরাজয়। শিবভক্ত রাবণের খেদোক্তি কবি বর্ণনা করেছেন—

"জোঁ হম জাণিত হুঁ ভোলা ভেলা ঠেকনা।
হোই তহুঁ রাম গুলাম গে মাই।।
ভাই বিভীখন বড় তপ কৈলহ্নি।
জপলক রামকা নাম গো মাঈ।।
পুরুব পছিম একো নহি গেলা।
অচল ভেলা যহি ঠাম, গে মাঈ।।
বীস ভুজা দস মাখ চড়াওলি।
ভাঁগ দিহল ভর গাল, গে মাঈ।।
এক লাখ পুতা সবা লাখ নাতী।
কোটী সোবরনক দান, গে মাঈ।।
গুণ অবগুন সিব একো নহি বুঝলহ্নি।
রথলহ্নি রাবণক নাম, গে মাঈ।।
ভন বিদ্যাপতি সুকবি পুণিত মতি।
কর জোরি ধিনও মহেশ গে মাঈ।।"[১৬]

(৭)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যের লিখিত ধারার পাশাপাশি লোকসাহিত্যেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব পড়েছে রামায়ণের। লোকসাহিত্য বলতে ছড়া, কথকতা, লোকসঙ্গীত, পটুয়া সঙ্গীত। এই ধারাটি দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে প্রচারিত ছিল। এগুলির কোন লিখিত নিদর্শন নেই। তাই এগুলির উৎপত্তি কোন সময়ে সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। যুগ যুগ ধরে লোক মুখে প্রচারিত হতে হতে বর্তমানের দোরগড়ায় যতটুকু পৌঁছেছে তার থেকে অনুমান করা যায় বিষয় বৈচিত্র্যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল আমাদের লোকসাহিত্যের ধারা। সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলার লোকসাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনি ও হরগৌরির গৃহস্থালীর টুকরো টুকরো চিত্রণ। এই দুই ধারার পাশাপাশি বাংলাদেশে রামায়ণেরও একটি লোকায়ত ধারা চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। লোকসাহিত্যের কবিদের রচনায় বারবার উঠে এসেছে জনম দুঃখিনি সীতার দুঃখ ক্লিষ্ট জীবন, রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকতে পরিণত হওয়ার কাহিনি, হনুমানের বীরত্ব প্রভৃতি। লোককবিরা জটিল কোন তত্ত্ব নয় বরং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখের ঘটনাকে রামায়ণের কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আবার নিজেদের জীবনের আনন্দদায়ক এবং দুঃখের মুহূর্তেও তারা স্মরণ করেছে রাম-সীতাকে। যেমন - গ্রামে শিশুর জন্ম উপলক্ষ্যে রাম-সীতাকে অবলম্বন করে ছড়া কাটা হয়। যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে শোনানো হয় রামের জন্ম বৃত্তান্ত এবং কন্যা সন্তান হলে সীতার -

"দশমাস দশদিন গো পূর্ণিত হইল।
সর্ব সুলক্ষণ গো শিশু ভূমিষ্ঠ হইল।।
সুবর্ণ কাটারিতে গো ধাই নারিচ্ছেদ করে।
জয়াদি জোকার পড়ে গো কৌশল্যার মন্দিরে।।
দূতে গিয়া বার্তা কইল গো দশরথের আগে।
হীরামণ মানিক্য দিয়া গো রাজা পুত্রমুখ দেখে।।"[১৭]

বাঙালির বিবাহ অনুষ্ঠানের বহু লোকগীতির বিষয় হয়েছে রাম-সীতার জীবনের ছোট ছোট ঘটনা—

"সীতারে সাজাইল রে সখীগণ মেলি।
বাজু দিল, খাড়ুদিল, দিল পাঁচ লহরী।।
সীতারে সাজাইল রে আইয়গণ মেলি।
মাথায় ঘটুক দিল অগ্নি পাটের চেলি।।
সীতারে সাজাইল রে মায় সুমিত্রা রানী।
লজ্জাবস্ত্র দিয়া মুছে নয়নের পানি।।"[১৮]

গায়ে হলুদের তত্ত্ব পাঠানোর সময়ে গ্রাম্য মহিলারা সমবেত ভাবে রামায়ণের প্রসঙ্গ অবলম্বন করে গান করেন—

"রামের মা কৌশল্যা রানী বুলে তোরা আয়।
তৈল কাপড় আর্ঘিবার শুভ সময় বইয়া যায়।।
যাইতে ঐব মিথিলাতে জনক রাজার বাড়ী।
সেইখানে হইব বিয়া তাহার কুমারী"[১৯]

কন্যার বিদায়ে মাতার হৃদয় বেদনা প্রকাশিত হয়েছে সীতাকে কেন্দ্র করে—

"সীতা কি মোর ঘর যাইবে গো।
বড় পুকুরের ভদই চিংড়ি কে খাইবে গো
মাছের তলায় ছাতুর হাঁড়ি কে খাইবে গো
সীতা মোর ঘর যাইবে গো।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাত গাইয়ের দুধ খাবিয়ে।
সীতা তবু মোর পরের বৌ
সীতা মোর ঘর যাইবে গো”[২০]

লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা পটুয়া সঙ্গীত। বর্তমানে এই শাখাটি লুপ্তপ্রায় হলেও একসময় এই শিল্পীরা সারা বাংলায় পটচিত্র দেখিয়ে গান করতেন। তাদের পটচিত্রে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং মঙ্গলকাব্যের কাহিনি পরিবেশিত হত। যে সব কথা চিত্রে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হত না সেগুলো তারা গানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করতেন। তবে চিত্রে হাস্য চটুল বা লঘু পরিহাস বিষয়ক কোন বিষয় থাকত না। উন্নত জীবানাদর্শ এবং সমাজ জীবনে হিতকারি বিষয়ই তারা উপস্থাপন করতেন। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত স্মরণযোগ্য –

> “চিত্র ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সমাজ শিক্ষার বিষয় যে ভাবে পরিবেশন করা হইত তাহাতে শিক্ষা ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিত এবং ইহার ভিতর দিয়া সমাজ যে শিক্ষা লাভ করিত জীবনে তাহার ফল সুদূর প্রসারী হইত।”[২১]

পারিবারিক জীবনের উচ্চ আদর্শের উদাহরণ তারা খুঁজে পেয়েছেন রামায়ণ কাহিনির মধ্যে। এই শিল্পীরা সাধারণত উঠে আসতেন সমাজের নিম্নস্তর থেকে এবং তাদের প্রথাগত শিক্ষা ছিল না বললেই চলে। বেশিরভাগই নিরক্ষর। তাই তাদের পক্ষে মূল রামায়ণ পড়ে ওঠা খুব স্বাভাবিক সম্ভব নয়। তাই তারা যখন রাম-সীতাকে নিয়ে কাহিনি তৈরি করেছেন তখন সেই কাহিনি যতটা না রামায়ণ থেকে আহৃত তার থেকে বেশি বাঙালি জীবন থেকে। তাদের রাম-সীতা কোন ভাবেই আর্য নয় বরং তারা অনেক বেশি বাঙালি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি যে কৃত্তিবাসের পূর্বে আমরা পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ রচনার নিদর্শন পাইনা। তবে বাংলার জনসমাজে রামায়ণের প্রভাব যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল তার প্রমাণ বাঙালির রচিত বিভিন্ন সাহিত্যকীর্তি থেকে পাচ্ছি। দৈনন্দিন জীবন থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যকর্মের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রামায়ণের প্রভাব বর্তমান। ইসলামি শাসনের পূর্ববর্তী কবিরা রৌরব নরক প্রাপ্তির আতঙ্কে দেব ভাষাকে দেশীয় ভাষায় অনুবাদের সাহস হয়ত দেখাতে পারেননি তবে রামায়ণের আদর্শের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন। তার প্রমাণ তাঁদের রচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে রামায়ণের উল্লেখ থেকে পাই। অর্থাৎ কৃত্তিবাসের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ চর্চার একটি ধারাবাহিকতা তৈরি হয়েছিল এবং কৃত্তিবাস সেটিকে চূড়ান্ত রূপ দান করেন। কৃত্তিবাস বাঙালির আবেগ এবং বাঙালি মানসকে ভালো করেই বুঝেই এরকম একটি মহতি কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

Reference:

১. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ৩৮
২. পঞ্চানন, বিশ্বনাথ, প্রাকৃত পৈঙ্গল, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, ১৯০২ পৃ. ৩৪৪
৩. তদেব, পৃ. ৫৭৬
৪. সেন, সুকুমার (সম্পা.), সেক শুভোদয়া, সিদ্ধেশ্বর প্রেস, জ্যেষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ. ৬৫
৫. বসু, মণীন্দ্র মোহন (সম্পা.), চর্যাপদ, সাহিত্য সেবক সমিতি, ২০১০, পৃ. ২৯
৬. বসু, মণীন্দ্র মোহন (সম্পা.), চর্যাপদ, সাহিত্য সেবক সমিতি, ২০১০, পৃ. ২৯
৭. তদেব, পৃ. ৫৭
৮. তদেব, পৃ. ৩১
৯. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.), বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৬, পৃ. ২৩৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 62 - 70
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. তদেব, পৃ. ৩৫১
১১. তদেব, পৃ. ১৭০
১২. তদেব, পৃ. ৩৫৭
১৩. তদেব, পৃ. ২১৬
১৪. বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ ও বসু, খগেন্দ্রনাথ (সম্পা.), বিদ্যাপতি, ভারতী প্রেস, ১৩৪৮, পৃ. ৩২৮
১৫. তদেব, পৃ. ৩৩৭
১৬. তদেব, পৃ. ৩২৮
১৭. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ৩০৩
১৮. তদেব, পৃ. ৪০৫
১৯. তদেব, পৃ. ৩৭৮
২০. তদেব, পৃ. ৪২৭
২১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ভূমিকা, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ৮১